মেহেরপুরে মাদক মামলায় ২ আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদক রাখার অপরাধে মোঃ জনিরুল ইসলাম ওরফে জনি ও মোঃ শাহাবুদ্দিন শেখকে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মেজবাহুর দারাইন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সদর উপজেলার গোভিপুর থেকে হরিরামপুর এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় আসামি মোঃ জনিরুল ইসলাম ওরফে জনি ও মোঃ শাহাবুদ্দিন শেখকে গোভিপুর-হরিরামপুর সড়কের কালভার্টের কাছ থেকে আটক করা হয়। পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে ১নং আসামি জনির জিন্সের ডান পকেট থেকে ৩ গ্রাম এবং ২নং আসামি শাহাবুদ্দিনের লুঙ্গির ডান পাশের কোচর থেকে ২ গ্রাম মোট ৫ গ্রাম হেরোইন তারা নিজেরাই বের করে দেয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন।
রায় ঘোষণার পর আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ইয়াবাসহ এক যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় পনেরো পিস ইয়াবাসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

থানা সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাঃ মাসুদুর রহমান, পিপিএম এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) পবিত্র মন্ডল,

বড়গাংনী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, আলমাডাঙ্গা থানা ও সংগীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযানে বের হন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত শনিবার রাত ১০টা ১৫ মিনিটে নান্দবার মাঠপাড়া গ্রামের জনৈক মৃগেল সাহার ফাঁকা জমির সামনে ইটের সলিং রাস্তা থেকে মোঃ ফজলুল হকের ছেলে মোঃ নাজমুল হক (৩৯) কে পনেরো পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ তালিকামূলে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার দায়ে চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এএসএম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন।
মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন আজম খোকন ও রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক।

আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের টিপু সুলতান, স্বপন আলী, আবেদ আলী ও জুয়েল রানা। অপর আসামি রাজিব সর্দারের বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় রাজিবের বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দণ্ডিতদের মধ্যে রাজিব ও জুয়েল রানা পলাতক রয়েছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভোরে গাংনীর আকুবপুর এলাকায় পুলিশের চেকপোস্টে একটি ট্রাক আটক করা হয়। এ সময় তল্লাশিতে ট্রাক থেকে ৪৬০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল

উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে চারজনকে আটক করা হলেও জুয়েল রানা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গাংনী থানার এসআই আলী রেজা বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরকার যে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে, আজকের এ রায় তারই প্রতিফলন। আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আমরা আদালতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আদালত তাদের চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, অপর আসামি রাজিব অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তার বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তি করতে বলেছেন, যা সমাজে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

গাংনীর রামকৃষ্ণপুর সীমান্তে সাড়ে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে সাড়ে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ৮৯ হাজার ২৫০ টাকা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বিজিবি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভোর ৫টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর রামকৃষ্ণপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। সীমান্ত পিলার ১৫৭ এর মেইন পিলার থেকে প্রায় ৩০০ গজ ভেতরে মদনের ঘাট নামক স্থানে হাবিলদার মো. আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় ভারত থেকে পাচার হয়ে আসা ২৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বিজিবি সদস্যরা।

উদ্ধারকৃত গাঁজার সিজার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৯ হাজার ২৫০ টাকা। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। বিজিবি জানায়, মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে তাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অপরাধে মো. টবলু হোসেনকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি গাংনী উপজেলার কাজিপুর (খন্দকারপাড়া) গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী মো. টবলু হোসেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ জুলাই রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মো. আবুল কালাম আজাদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী উপজেলার গোলামবাজার এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় আসামি টবলুকে তার বাড়ির সামনে থেকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার শরীর তল্লাশি করে হাফপ্যান্টের বাম পকেট থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

আদালত সূত্রে আরও জানা গেছে, টবলুর বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৮(গ) ধারায় মামলা, ২০১৪ সালের ২ ডিসেম্বর বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা ও ২০১০ সালের ২২ এপ্রিল দণ্ডবিধির ৩২৬/১৪৩/৩২৩/৩০৭ ধারায় মামলা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল

হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনায় ৫২টি গাঁজার গাছসহ চাষি আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় গাঁজা গাছসহ রেজাউল হক (৪৪) নামে এক চাষিকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরে উপজেলার শৈলমারি গ্রাম থেকে তাকে আটক করে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ক্যাম্প পুলিশ। আটক রেজাউল হক একই গ্রামের আমজাদ মণ্ডলের ছেলে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমির জানান, শৈলমারি গ্রামে মাদকদ্রব্য গাঁজার চাষ হয়েছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পরে বাড়ির পাশে তার নিজ বাগানের মধ্যে থেকে ছোট বড় ৫২টি গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাছের আনুমানিক ওজন ১৫ কেজি।

আটক আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

দর্শনায় ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা আনোয়ারপুর মসজিদের সামনে পাকা রাস্তার ওপর অভিযান চালানো হয়।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ ওই স্থানে গিয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করে ১০২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, একটি কাপড় স্ট্রিপ করার আয়রন মেশিন এবং অন্যান্য সামগ্রীসহ বড় দুধপাতিলা গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে শিপন ইসলামকে (২৩) গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

দর্শনায় ২ কেজি গাঁজাসহ যুবক গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ২ কেজি গাঁজাসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা যায়, গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা পৌরসভার রেলকলোনি পাঠানপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় দর্শনা থানার চৌকস এসআই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সুগন্ধা মাঠের পাকা রাস্তার উপর থেকে দর্শনা পাঠানপাড়ার রুস্তম মোল্লার ছেলে গাঁজাব্যবসায়ী টুবেল মোল্লাকে (৩০) গ্রেফতার করে। পুলিশ তার দেহ তল্লাশি চালিয়ে ভারতীয় স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকাল তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ডিএনসির অভিযানে স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বামী-স্ত্রীসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

আজ শুক্রবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত অভিযানে ওই তিনজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন—সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের গোলাম শেখের ছেলে হাফিজুর রহমান (৫০), তার স্ত্রী চায়না খাতুন (৪৫) এবং একই এলাকার ওজুদুল ঘটকের ছেলে চাঁদ আলী (৩৮)।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, হাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী চায়না খাতুন নিজ বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল মজুত করে রেখেছেন। পাশাপাশি চাঁদ আলী কোমরে লুঙ্গির ভেতরে ফেনসিডিল লুকিয়ে বহন করছিলেন।’

পরে ডিএনসির একটি বিশেষ দল চায়না খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হাফিজুর ও তার স্ত্রীর কাছ থেকে ১৩০ বোতল এবং চাঁদ আলীর কাছ থেকে আরও ১০ বোতল—মোট ১৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মামলার পর তাদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ডিএনসির এই কর্মকর্তা।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার ও ধারাবাহিকভাবে চলবে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় ২ আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় মোঃ আলফাজকে ১ বছর ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং একই মামলার অপর পলাতক আসামি মোঃ ইমরানকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী থানার এসআই মোঃ মোস্তফা শওকত জামান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, কাজিপুর ইউনিয়নের আলমবাজার বাগানপাড়ার মোঃ রিফাজের বাড়িতে দুই ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানকে হাতেনাতে আটক করে। তাদের দেহ তল্লাশিতে আলফাজের কোমর থেকে ৫ পুরিয়া হেরোইন এবং ইমরানের কোমর থেকেও ৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।